

46209 - যাকাত বণ্টনরে খাতসমূহ

প্রশ্ন

কোন খাতগুলোতে যাকাত বণ্টন করা ওয়াজবি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যে খাতগুলোতে যাকাত বণ্টন করা ওয়াজবি সেগুলো আটটি। আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্টভাবে সেগুলো বর্ণনা করছেন এবং তিনি জানিয়েছেন যে, এভাবে বণ্টন করা ফরয এবং এটি জিঞান ও প্রজ্ঞা নরিভর। তিনি বলেন: “যাকাত হল কেবল ফকরি, মসিকীন, যাকাতরে কাজে নিয়োজিত কর্মী ও যাদরে চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদরে জন্য এবং ক্রীতদাস, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর পথে যারা আছে তারা ও মুসাফরিদরে খাতে। এটি আল্লাহ কর্তৃক ফরযকৃত। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।”[সূরা তাওবা, আয়াত: ৬০] এই হলো আটটি খাত; যাদরেকো যাকাত দয়া যাবে।

প্রথম ও দ্বিতীয় খাত: ফকরি ও মসিকীন: এদরেকো যাকাত দয়া হবে তাদরে জরুরত (অত্যাবশ্যকীয়) ও প্রয়োজন নবিারণ করার জন্য। ফকরি ও মসিকীনরের মধ্যে পার্থক্য হলো: ফকরি বেশেদিরদির। ফকরি হলো এমন ব্যক্তি যার কাছে তার নিজের ও তার পরিবারের অর্ধকে বছর চলার মত সম্পদ নাই। আর মসিকীনরে অবস্থা ফকরিরে চয়ে ভাল। মসিকীনরে কাছে তাদরে প্রয়োজনরে অর্ধকে বা ততোর্ধ অংশ পূরণ করার মত সম্পদ আছে; তবে সম্পূর্ণ প্রয়োজন পূরণ করার মত সম্পদ নাই। তাদরেকো তাদরে প্রয়োজন নবিারণরে জন্য যাকাত দয়া হবে।

কিন্তু আমরা প্রয়োজনকে কভাবে নির্ধারণ করব?

আলমেগণ বলেন: যা দিয়ে তারা ও তাদরে পরিবার এক বছর চলতে পারবে ততটুকু তাদরেকো দয়া হবে। কেননা বছর ঘুরলে সম্পদে যাকাত ফরয হয়। তাই যহেতু বছরপূর্তি যাকাত ফরয হওয়ার সময়সীমা; এ কারণে বছরপূর্তি ফকরি ও মসিকীনদরে মাঝে যাকাত বণ্টনরে সময়সীমা হওয়া বাঞ্ছনীয়; যারা যাকাত গ্রহণরে হকদার। এটি ভালো অভিমত। অর্থাৎ আমরা ফকীর ও মসিকীনকে গোটা এক বছর চলার মত যাকাত প্রদান করব; চাই আমরা তাদরেকো খাদ্যদ্রব্য ও পোশাকাদি দিই কিংবা নগদ

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

অর্থ দহি যা দিয়ে তারা নজিদেরে জন্য যা উপযুক্ত সটো খরদি করতে পারবে। কথিবা আমরা যদি তাদেরকে কোন যন্ত্র প্রদান করি যা দিয়ে সে উৎপাদন করতে পারবে যদি সে ঐ পশো জানে; যমেন দরজি, মসিত্রি, কামার ইত্যাদি। অর্থাৎ আমরা তাকে ও তার পরিবারকে একবছর চলার মত যাকাত দবি।

তনি: যাকাতের কাজে নিয়োজিত কর্মী: অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে যাদেরকে যাকাত আদায়ের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এ কারণে আয়াতে বলা হয়েছে: (وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) যাকাতের কাজে নিয়োজিত কর্মী[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ৬০]; الْعَامِلُونَ فِيهَا বলা হয়নি— এই দকি ইঙ্গিত করার জন্য যে, তাদের এক ধরণের কর্তৃত্ব রয়েছে। এরা হচ্ছেনে সে সকল ব্যক্তি যারা যাকাত দেয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করেন, এবং যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যাকাত বণ্টন করেন, হিসাব লিখে রাখেন। এ ধরণের যাকাতের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকে যাকাত থেকে দেওয়া হবে।

কিন্তু তাদেরকে কতটুকু দেওয়া হবে?

যাকাতের কর্মচারীরা কাজ অনুযায়ী যাকাতের হকদার হবেন। যে ব্যক্তি যতটুকু দায়িত্ব পালন করছেন তিনি তার দায়িত্ব অনুযায়ী যাকাত পাবেন; চাই সেই ব্যক্তি ধনী হন; কথিবা ফকরি হন। কেননা তারা তাদের কর্মের বিনিময়ে যাকাত গ্রহণ করেন; তাদের দারদিররে কারণে নয়। তাই তাদেরকে তাদের কর্ম অনুপাতে যাকাত থেকে দেওয়া হবে। ধরুন যাকাতের কর্মচারীরা ফকরি; তখন তাদেরকে তাদের কর্মের বিনিময়ে যাকাত দেওয়া হবে এবং দারদিররে কারণে তাদেরকে এক বছর চলার মত যাকাত দেয়া হবে। কেননা তারা দুটো কারণে যাকাতের হকদার; কর্মের কারণে এবং দারদিররে কারণে। তাই দুটো কারণেই তাদেরকে যাকাত দেওয়া হবে। তবে আমরা যদি তাদেরকে কর্মের বিনিময়ে যাকাত দহি; কিন্তু এতে তাদের এক বছরের প্রয়োজন না মটি; তাহলে আমরা তাদের এক বছরের প্রয়োজনের বাকীটুকু যাকাত থেকে দিয়ে পূরণ করব। উদাহরণতঃ এক বছরে তাদের দশ হাজার রিয়াল হলে চলে। আমরা যদি তাদের দারদিররে কারণে তাদেরকে যাকাত দহি তাহলে তারা দশ হাজার রিয়াল পাবে। আর তাদের কর্মগত পাওনা দুই হাজার রিয়াল। তাহলে আমরা তাদেরকে কর্মের বিনিময়ে দবি দুই হাজার রিয়াল, আর দারদিররে কারণে দবি আট হাজার রিয়াল।

চার: যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তারা: এরা হলো ঐ সমস্ত ব্যক্তি ইসলামের দকি যাদের চিত্তকে আকর্ষণের জন্য তাদেরকে যাকাত দেওয়া হয়; চাই সে এমন কাফরে হোক যার ইসলাম গ্রহণের আশা রয়েছে। কথিবা এমন কোন মুসলমি ইসলামকে তার অন্তরে মজবুত করার জন্য আমরা তাকে যাকাত দবি। কথিবা এমন কোন দুষ্টি লোক হোক তার ক্ষতি থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করার জন্য আমরা তাকে যাকাত দবি। কথিবা এমন কোন ব্যক্তি যার সাথে সখ্যতা করার মধ্যে মুসলমানদের জন্য কল্যাণ রয়েছে।

আল মুনায্জিদ
মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

অভিন্ন। সটেইলগে বন্দতিব থকে একজন মুসলমিকে মুক্ত করা। এটি সেই ক্ষত্রে যদি কনো অর্থ ছাড়া কডিন্যাপকৃত ব্যক্তিকে মুক্ত করা না যায় এবং কডিন্যাপকৃত ব্যক্তি মুসলমি হয়।

হয়: ঋণগ্রস্ত। আলমেগণ ঋণগ্রস্তদেরকে দুইভাগে ভাগ করছেন। (ক) দুই পক্ষে ববিদ মীমাংসা করতে গিয়ে যনি ঋণী হয়েছেন এবং নজিরে প্রয়োজন পূরণ করতে গিয়ে যনি ঋণী হয়েছেন। ববিদ মীমাংসা করতে গিয়ে ঋণীর উদাহরণ দয়া হয় এভাবে যে, দুটো গোটের মধ্যে ববিদ, ঋণী ও যুদ্ধ সংঘটিত হওয়া। তখন নেতৃত্বস্থানীয়, প্রভাবশালী ভালো মানুষ এগিয়ে এসে কিছু অর্থের দায়িত্ব নেয়ার মাধ্যমে দুই গোটের ববিদ নরিসন করা। আমরা এই সংস্কারক ব্যক্তিকে তনি যে অর্থগুলোর দায় নিয়েছেন সেগুলো যাকাত থেকে প্রদান করব। যে মহান কর্মটি তনি সম্পাদন করছেন এর বনিমিয়স্বরূপ। যে কর্মটির মাধ্যমে মুমনিদের মাঝে হিংসা ও শত্রুতা নরিসন করা ও মানুষের জ্ঞান হৃদয়ত করা সম্ভব হয়েছে। এই সংস্কারক ব্যক্তি ধনী হন; বা ফকরি হন; তাঁকে যাকাত থেকে প্রদান করা যাবে। কনো আমরা তাকে তার নজিরে প্রয়োজনে যাকাত দিই না; বরং তনি সাধারণ মানুষের মাঝে ববিদ মীমাংসার যে কাজটি পালন করছেন সেজন্য আমরা তাকে যাকাত দিই।

(খ) যনি নজিরে জন্ম ঋণী হয়েছেন। অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যনি নজিরে প্রয়োজন নবিরণ করতে গিয়ে নজিরে জন্ম ঋণ নিয়েছেন কথিবা যনি এমন কিছু খরদি করছেন যা তার প্রয়োজন; তনি বাকীতে সটে খরদি করছেন, কনিতু তার কাছে অর্থ নাই। এমন ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধ করার জন্ম যাকাত থেকে দেওয়া যাবে; তবে শরত হলো তার কাছে ঋণ পরিশোধ করার মত অর্থ না-থাকা।

মাসয়ালা: আমরা এই ঋণগ্রস্তকে তার ঋণ পরিশোধ করার জন্ম যাকাত দয়া উত্তম? নাকি ঋণদাতার কাছে গিয়ে তার পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করে দয়া উত্তম?

এর বধান ব্যক্তিভেদে ভিন্ন। যদি ঋণগ্রস্ত লোকটি ঋণ পরিশোধে ও দায়মুক্ত হতে আগ্রহী হয় এবং তাকে ঋণ পরিশোধ করার জন্ম যা দয়া হচ্ছে সক্ষেত্রে সে বশ্বিস্ত হয় তাহলে আমরা সরাসরিতাকেই দবি; যাতে করে সে ঋণ পরিশোধ করতে পারে। কনো এভাবে করাটা তার ইজ্জত রক্ষা করার জন্ম অধিক উপযুক্ত এবং মানুষের সামনে লজ্জা দয়ার চয়ে অধিক দূরবর্তী।

আর যদি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি অপচয়কারী, সম্পদ নষ্ট করে এমন হয় এবং আমরা যদি তাকে তার ঋণ পরিশোধ করার জন্ম অর্থ দিই; আর সে গিয়ে এটা দিয়ে জরুরী নয় এমন সব জনিসি কনি বসবে; তাহলে আমরা তাকে দবি না। আমরা তার ঋণদাতার কাছে গিয়ে বলব: অমুকরে কাছে আপনকিত পাওনা আছেন? এরপর আমরা সাধ্যমত সেই সম্পূর্ণ ঋণ বা ঋণের অংশ বশিষে পরিশোধ করে দবি।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

সাত: আল্লাহর রাস্তা: আল্লাহর রাস্তা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় জহাদ; অন্য কিছু নয়। এর দ্বারা সব কল্যাণের রাস্তাকে উদ্দেশ্য নয়। সঠিক নয়। কেননা যদি এর দ্বারা সকল কল্যাণের রাস্তা উদ্দেশ্য হত তাহলে আল্লাহর বাণী: “যাকাত হল কেবল ফকরি, মসিকীন, যাকাতের কাজে নিয়োজিত কর্মী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের জন্য এবং ক্রীতদাস, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর পথে যারা আছে তারা ও মুসাফরিদের খাতা। এটি আল্লাহ কর্তৃক ফরযকৃত। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।”[সূরা তাওবা, আয়াত: ৬০]— এর মধ্যে যাকাত বণ্টনের খাতকে আটটিতে সীমাবদ্ধ করার আর কোন মর্ম থাকে না। কারণ এতে করে সীমাবদ্ধকরণ প্রভাবহীন হয়ে যায়। তাই আল্লাহর রাস্তা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে— আল্লাহর রাস্তায় জহাদ। আল্লাহর রাস্তায় লড়াইকারীকে যাকাত থেকে দেওয়া হবে। যাদের অবস্থা থেকে এটি ফুটে ওঠে যে, তারা আল্লাহর বাণীকে বুলন্দ করার জন্যই লড়াই করে; তাদেরকে তাদের খরচাদি, অস্ত্রশস্ত্রের জন্য প্রয়োজনমত যাকাত থেকে দেওয়া হবে। যাকাতের অর্থ দিয়ে তাদেরকে অস্ত্র কনি দেওয়াও জায়যে হবে। কিন্তু অবশ্যই আল্লাহর রাস্তায় লড়াই হতে হবে। আল্লাহর রাস্তায় লড়াই কিতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করছেন; যখন তাকে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল: যে ব্যক্তি বিশেষ প্রীতিবিশতঃ বা বীরত্ব দেখাতে বা নিজের মর্যাদা দেখাতে লড়াই করে; অর্থাৎ তাদের মধ্যে কে আল্লাহর রাস্তায়? তিনি বলেন: যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণীকে উচ্চকতি করার জন্য জহাদ করে সেই আল্লাহর রাস্তায়।

যে ব্যক্তি দশীয় প্রীতিবিশতঃ বা অন্য কোন প্রীতিবিশতঃ জহাদ করে সে আল্লাহর রাস্তায় জহাদ করে না। তাই সেই ব্যক্তি সে সব কিছুর হকদার হবে না; আল্লাহর রাস্তায় জহাদকারী ব্যক্তি দুনিয়াতে ও আখিরাতে যা কিছুর হকদার হন। যে ব্যক্তি বীরত্ববশতঃ জহাদ করে তিনি বীরত্বকে ভালোবাসনে বধিয় লড়াই করেন। যিনি যে গুণে গুণান্বিত সাধারণত তিনি যে কোন অবস্থায় সটেকিরত ভালোবাসনে। এমন ব্যক্তিও আল্লাহর রাস্তায় জহাদ করে না। যে ব্যক্তি নিজের মর্যাদা দেখার জন্য জহাদ করে সে ব্যক্তি লৌকিকতা ও শ্রবণচ্ছেদ্র কারণে জহাদ করে; আল্লাহর রাস্তায় জহাদ করে না। আর প্রত্যেকে যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জহাদ করে না সে ব্যক্তি যাকাত থেকে কিছু পাওয়ার হকদার নয়। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন: আল্লাহর রাস্তায়। সেই ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় রয়েছে যিনি আল্লাহর বাণীকে উচ্চকতি করার জন্য জহাদ করেন।

আলমেগণ বলেন: আল্লাহর রাস্তার মধ্যে শামলি সেই ব্যক্তিও যিনি নিজেকে অন্য কিছু বাদ দিয়ে ইলমে শরয়ি অর্জনে নিমগ্ন রাখেন। তাই এমন ব্যক্তিকে তার খরচ, পোশাক, খাবার, পানীয়, বাসস্থান ও বইপুস্তক যা প্রয়োজন এগুলোর জন্য যাকাত থেকে প্রদান করা যাবে। কেননা ইলমে শরয়ি এক প্রকার আল্লাহর রাস্তায় জহাদ। বরং ইমাম আহমাদ বলেন: “ইলমের তুল্য কিছু নাই; যদি নিয়ত শুদ্ধ হয়।” কারণ ইলম হচ্ছে শরয়িতের সবকিছুর মূল। ইলম ছাড়া কোন শরয়িত নাই। আল্লাহ তাআলা কুরআন নাযলি করছেন যাত করে মানুষ ন্যায় বাস্তবায়ন করে, তাদের শরয়িতের বিধিবিধান শেখে এবং আবশ্যকীয় বিশ্বাস, কথা ও আমল জানে। হ্যাঁ; আল্লাহর রাস্তায় জহাদ সটো সর্বোত্তম আমল। বরং ইসলামের সর্বোচ্চ

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

চূড়া। জহাদরে মর্যাদার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ইসলামে ইলমের মর্যাদাও অনেক বড়। তাই ইলম আল্লাহর রাস্তায় জহাদরে অন্তর্ভুক্ত হওয়া এটি সুস্পষ্ট; যাত্রে কোন আপত্তি নেই

আট: মুসাফির: তিনি এমন ব্যক্তি সফরে মধ্য যিনি আটকা পড়ে গেছেন এবং যার খরচের অর্থ ফুরিয়ে গেছে। এমন ব্যক্তিকে যাকাত থেকে এটুকু দেওয়া হবে যাত্রে করে তিনি তার দশে ফিরে যতে পারেন। এমনকি যদিও সেই ব্যক্তি তার দশে ধনী হোক না কেন। কেননা সেই ব্যক্তি মুখাপেক্ষী। এই অবস্থায় আমরা এ কথা বলব না যে, তোমার উপর ঋণ নেই ও সেই ঋণ পরিশোধ করা অনাবির্ষ্য। কেননা তাহলে আমরা এ পরিস্থিতিতে ঋণী হওয়াকে তার উপর অনাবির্ষ্য করে দিচ্ছি। কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি ঋণ নতি চায়; যাকাত নতি না চায়; তাহলে সঠি তার ব্যাপার। আমরা যদি এমন কোন ব্যক্তি পাই যে, তিনি মক্কা থেকে মদনীর পথে সফরে আছেন। সফরে মাঝে তার খরচের অর্থ হারিয়ে যায় এবং তার সাথে আর কোন অর্থ না থাকে; তাহলে সেই ব্যক্তি মদনিতে ধনী হলেও আমরা তাকে মদনীয় পৌঁছা পরমাণ যাকাতের অর্থ প্রদান করব; কেননা এইটুকু তার প্রয়োজন। আমরা তাকে এর চয়ে বশেদিবি না।

আমরা যখন যাকাত বণ্টন করে খাতগুলো জানলাম; অতএব এ খাতগুলোর বাইরে সাধারণ স্বার্থ ও ব্যক্তিগত স্বার্থকেন্দ্রিকি যে খাতগুলো রয়েছে সেগুলোর কোনটিতে যাকাত বণ্টন করা যাবে না। সুতরাং মসজিদ নির্মাণে যাকাত দেয়া যাবে না, রাস্তা মরোমতে যাকাত দেয়া যাবে না, লাইব্রেরী নির্মাণে যাকাত দেয়া যাবে না। কেননা আল্লাহ তাআলা যখন যাকাত বণ্টন করে খাতগুলো উল্লেখ করেছেন তখন তিনি বলছেন: **فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ** (এটি আল্লাহ কর্তৃক ফরযকৃত। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। অর্থাৎ এই বণ্টন আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরযকৃত। আল্লাহ হচ্চেন: সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।)

এরপর আমরা বলব: যাকাতের এই হকদারদের প্রত্যেককে যাকাত দেয়া কী আবশ্যিক; যহেতু **وَأَوْ** অব্যয়টি একত্রতিকরণের অর্থ দাবী করে?

জবাব হলো: সঠি ওয়াজবি নয়। যহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআ'য বনি জাবাল (রাঃ) কে ইয়মেনে পাঠানোর কালে বলেন: “তাদেরকে জানাবে যে, আল্লাহ তাদের সম্পদে যাকাত দেয়া ফরয করেছেন; যা তাদের ধনীদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং গরীবদের মাঝে বণ্টন করা হবে।” সেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবলমাত্র একটি খাতকে উল্লেখ করেছেন। এটি প্রমাণ করে যে, আয়াতে কারীমাত্রে আল্লাহ তাআলা যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত খাতগুলো বর্ণনা করেছেন; যাকাত বণ্টনে এ সবগুলো খাত শামলি হতে হবে; উদ্দেশ্য এমন নয়।

যদি কেউ বলে: এই আট খাতের মধ্যে কোন খাতটিতে যাকাত বণ্টন করা অধিক উপযুক্ত?

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

আমরা বলব: উপযুক্ত হলো: যাই খাতরে প্রয়োজন অতি তীব্র। কারণ এরা প্রত্যেকে যাকাত খাওয়ার বশেষিটধারী। সুতরাং যার প্রয়োজন তীব্র সেই সর্বাধিক উপযুক্ত। সাধারণতঃ এদরে মধ্যে গরীব-মসিকীনরাই অধিক প্রয়োজনগ্রস্ত। এ কারণে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে প্রথমতে উল্লেখ করছেন। তিনি বলেন: “যাকাত হল কবেল ফকরি, মসিকীন, যাকাতরে কাজে নিয়োজিত কর্মী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের জন্য এবং ক্রীতদাস, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর পথে যারা আছে তারা ও মুসাফরিদের খাতে। এটি আল্লাহ কর্তৃক ফরযকৃত। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।”[সূরা তাওবা, আয়াত: ৬০]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (১৮/৩৩১-৩৩৯)